সমকাল

তারিখ 04 DEC 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রশ্ন ফাঁসে মেধার ফাঁসি

প্রফেসর মো. হারুনূর রশীদ

ফাঁস প্রশ্নে কোলাহলের মাঝে নকলী পরীক্ষার নকলবাজির লজ্জা! গোপন প্রশ্নে নীরব কক্ষে আসল পরীক্ষার গর্বের তৃপ্তি– এ যুগের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর নাগালের বাইরে! গত ২৩ নভেম্বর ২০১৭ একটি দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম– 'প্রশ্ন ফাঁসের বাজার'। কালো বাজারের আরেক বাজার প্রশ্ন ফাঁসের বাজার। কোটি টাকার লেনদেন এই বাজারে। শিক্ষা ব্যবস্থায় যত বেশি পরীক্ষা বাড়ছে, ততই বাড়ছে প্রশ্ন ফাঁসের বাজার। এ যেন বেশি কাপ বেশি লাভ। পরীক্ষার আগে প্রশ্ন পাওয়া, প্রশ্ন বেচাকেনা, পরীক্ষার হলে উত্তর পাওয়া এখন অনেকটা স্বাভাবিক ঘটনা। পরীক্ষার ফল এখন পণ্যে পরিণত হয়েছে। পরীক্ষার রাতে প্রশ্ন ফাঁসের মচ্ছব। কয়েকটি চক্র গড়ে তুলেছে জালিয়াতির ইন্ডাস্ট্রি। রাতে অনেকেই ছুটছে প্রশ্নের খোঁজে। সিআইডির কর্মকর্তারা বলছেন, 'রাতে কান পাতলে শোনা যায় নানা সংকেত। এই তুই পাইছিস? কোনো লিংক আছে? কত চায়?'– এমন খুদে বার্তা বিনিময় হয়। প্রযুক্তির গুণে প্রশ্ন ফাঁসের ছোঁয়া এখন পৌঁছে গেছে গাঁওগেরামে। গ্রামাঞ্চলে খুদে পরীক্ষার্থীরা পড়ার টেবিলে থাকছে না। আগেভাগে দৌড়াচ্ছে ফাঁস প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে! আজকাল সন্তানের বায়না, ফাঁস প্রশ্ন নিয়ে আয়না। পরীক্ষার রাতে যেতে হয় ফাঁস প্রশ্নের লাগসই উত্তর লেখার কৌশল শিখতে। বিদ্যালয়ের ফল ৫০ শতাংশ জিপিএ ফাইভ নিশ্চিতকরণে অধিকাংশ শিক্ষক খুদে পরীক্ষার্থীদের রাতবিরেতে ডেকে নিয়ে ফাঁস প্রশ্নের উত্তর দেখিয়ে দেন এবং পরীক্ষার হলে একে অপরের সম্পূরক হয়ে প্রশ্নের উত্তর বলে দেন। এই দৌড়ে জিপিএ প্রার্থী, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কেউই পিছিয়ে নেই। সর্বত্র চলছে জিপিএ ফাইভপ্রাপ্তির অসুস্থ প্রতিযোগিতা। পরীক্ষার হলে দেখাদেখি, পর্যবেক্ষকের পক্ষ থেকে উত্তর বলে দেওয়া– এসব ঘটনা এতদিন চার দেয়ালের মধ্যে ঘটেছিল। এখন গণমাধ্যমসহ সর্বত্র প্রশ্নপত্র বেচাকেনা হচ্ছে।

আমাদের বিবেক, নীতিবোধ, আদর্শ কোথায় হারিয়ে গেল! পরীক্ষার নামে যা চলছে তা নিছক প্রতারণা, জালিয়াতি ও দুর্নীতি। পরীক্ষা হলো শিক্ষার্থী কতটা জ্ঞান অর্জন করল, তা যাচাই করা। অথচ প্রশ্ন ফাঁসের কারণে মেধার মৃত্যু ঘটছে।

ছাত্রানং অধ্যয়নং তপঃ– আগেকার সেই মন্ত্র আজকাল হারিয়ে গেছে। এখন আপ্তবাক্য– ছাত্রানং ফাঁস প্রশ্ন আহারণং তপঃ। শিক্ষার অবস্থা শোচনীয়; কেননা শিক্ষাকে নামিয়ে আনা হয়েছে জিপিএ ফাইভে। এ জন্য নকল করতে হয় করব, ফাঁস প্রশ্ন কিনতে হয় কিনব, পরীক্ষার হলে প্রশ্নের উত্তর বলে দিতে হয় বলব, যা করার সবই করব, তবুও সোনার 'এ-প্লাস' চাই-ই চাই। এদেরকে শিক্ষার্থী না বলে 'জিপিএ ফাইভ' প্রার্থী বলাই যুক্তিযুক্ত। এই অসুস্থ প্রতিযোগিতায় অনেকেই লিপ্ত। এ অবস্থার অবসান না হলে জাতি হিসেবে আমরা হারিয়ে যাব। শিক্ষা জীবনের শুরুতে শিশুরা শিখছে, দেখছে প্রতারণা, নকলবাজি, দুর্নীতি। এরূপ অভিজ্ঞতা শিশুদের জন্য কল্যাণকর নয়। যে উদ্দেশ্যে পিইসি পরীক্ষা চালু হয়েছিল, দুষ্টচক্রে বাস্তব চিত্র ভিন্ন। তাই ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান স্যারসহ অনেকেই বলেছেন, পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষার আবশ্যকতা নেই। এটি বাচ্চাদের জন্য পীড়ন। এর আশু বন্ধের প্রয়োজন। গেল ক'বছর যাবৎ পিইসি পরীক্ষা বাতিল করা হচ্ছে হচ্ছে করেও বাতিল করা হয়নি। পঞ্চম শ্রেণির পীড়নমূলক নকলবাজি পরীক্ষার কারণে শিশুদের শেখার আগ্রহ ও কৌতূহল কোনোটাই সৃষ্টি হয় না। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বারবার জোর গলায় বলছেন, এই পরীক্ষার কোনো আবশ্যকতা নেই। আসলেই নেই।

অন্যদৃষ্টি

অধ্যক্ষ, বীরপ্রতীক মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী একাডেমি, মৈশাদী চাঁদপুর

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে জ্ঞাতার্থে